ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
*****

স-৮০১
আগরতলা,৩১ মে,২০১৮

স্বাস্থ্য দপ্তরের পর্যালোচনা সভা
১০০ দিনের মধ্যে ২০টি হেলথ এন্ড ওয়েলনেস সেন্টার স্থাপন করা হবে

রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিষেবার সামগ্রিক উন্নয়নে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবের পৌরোহিত্যে স্বাস্থ্য দপ্তরের পর্যালোচনা সভা আজ মহাকরণের কনফারেন্স হলে অনুষ্ঠিত হয়। চিকিৎসা ব্যবস্থার বিভিন্ন স্তরে স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদানকে আরও কার্যকরী করা, জেনেরিক মেডিসিন সরবরাহ সুনিশ্চিত করা, আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পকে বাস্তবায়িত করা, বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরিষেবার সুযোগ বৃদ্ধি সহ বিভিন্ন বিষয়ে পর্যালোচনা সভায় আলোচনা ও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এছাড়াও স্বাস্থ্য পরিষেবার বিভিন্ন স্তরে ১০০ দিনের পরিকল্পনা রূপায়ণ বিষয়েও আলোচনা করা হয়।

পর্যালোচনা সভায় মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যে পেশেন্ট ট্রিটমেন্ট কার্ড চালু করতে হবে। যে সকল হাসপাতালগুলিতে টেকনিক্যাল স্টাফ নেই সেখানে দ্রুত টেকনিক্যাল স্টাফ নিয়োগ করতে স্বাস্থ্য দপ্তরকে নির্দেশ দেন মুখ্যমন্ত্রী। হাসপাতালের ল্যাবরেটরিগুলিতে টেকনিক্যাল স্টাফ নিয়োগের উপরও গুরুত্ব আরোপ করেন মুখ্যমন্ত্রী। পর্যালোচনা সভায় জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের মিশন অধিকর্তা ডা: শৈলেশ যাদব জানান, রাজ্যে ১ হাজার ২৫টি উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র, ১০৮টি প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র, ২২টি কমিউনিটি হেলথ সেন্টার, ১২টি মহকুমা হাসপাতাল, ৬টি জেলা হাসপাতাল এবং ৬টি রাজ্যিক হাসপাতাল রয়েছে। মেডিক্যাল কলেজ রয়েছে ২টি। বিভিন্ন স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানে ব্লাড ব্যাঙ্ক রয়েছে মোট ১১টি। ব্লাড স্টোরেজ ইউনিট রয়েছে ৭টি। জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের ১০০ দিনের পরিকল্পনা নিয়ে ডা. যাদব জানান, আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পে ১০০ দিনের মধ্যে ২০টি হেলথ এন্ড ওয়েলনেস সেন্টার স্থাপন করা হবে। এ প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, প্রকৃত গরিবরা যাতে আয়ুষ্মান ভারত যোজনায় উপকৃত হন সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। এজন্য বি পি এল ভুক্তদের রেশনকার্ডের তথ্য সংগ্রহ করে সুবিধাভোগী নির্বাচন করার জন্য নির্দেশ দেন মুখ্যমন্ত্রী।

ডা: শৈলেশ যাদব আরও জানান যে, গোমতী, ধলাই এবং উত্তর ত্রিপুরা জেলা হাসপাতালে ফ্রি সিটিস্ক্যান করা হয়। ঊনকোটি, খোয়াই এবং আই জি এম হাসপাতালে ফ্রি সিটিস্ক্যান চালু করার প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে ভারত সরকারের কাছে। এছাড়া আই জি এম, গোমতী, উত্তর ত্রিপুরা এবং ধলাই জেলা হাসপাতালে ন্যাশনাল ফ্রি ডায়ালিসিস পরিষেবা চালু করা হয়েছে। ২৪টি স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানে টেলি রেডিওলোজি পরিষেবা চালু করা হয়েছে।

***২-এর পাতায়

মুখ্যমন্ত্রী এ প্রসঙ্গে বলেন, যে সব প্রতিষ্ঠানে টেলি রেডিওলোজি পরিষেবা চালু করা হয়েছে সেখানে যাতে পর্যাপ্ত টেকনিক্যাল স্টাফ থাকে তা ভালোভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে। ডা: যাদব আরও জানান যে, আগরতলা সরকারী মেডিক্যাল কলেজ এবং জিবি হাসপাতালে ই-হসপিটাল এবং আধার বেসড বায়োমেট্রিক অ্যাটেনডেন্স চালু করা হয়েছে।

পর্যালোচনা সভায় মেডিক্যাল এডুকেশনের অধিকর্তা জানান, মেডিক্যাল কলেজে মেডিক্যাল ও প্যারামেডিক্যাল ছাত্রছাত্রীদের গুণগত স্বাস্থ্য বিষয়ক শিক্ষা প্রদান করা হয়ে থাকে। মেডিক্যাল এডুকেশনের মাধ্যমেই মেডিক্যাল কলেজগুলিতে ফ্যাকাল্টি নিয়োগ করা হয়ে থাকে। এ প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, যে সকল মেডিক্যাল ছাত্রছাত্রী রাজ্যের দুটি কলেজ থেকে এম বি বি এস করার পর এম ডি করার জন্য রাজ্যের বাইরে গিয়ে এখানে আর ফিরে আসেননি তাদের চিহ্নিত করে রাজ্যের চিকিৎসা পরিষেবা প্রদানের কাজে যোগদান করতে উৎসাহিত করতে হবে। তাদের সকলকে ডেকে এনে তাদের সঙ্গে বসে আলোচনা করার জন্য মেডিক্যাল এডুকেশনের অধিকর্তাকে নির্দেশ দেন মুখ্যমন্ত্রী।

পর্যালোচনা সভায় স্বাস্থ্য অধিকর্তা ডা: জে কে দেববর্মা জানান, বিভিন্ন হাসপাতালে বর্তমানে ২০টি জেনেরিক মেডিসিনের কেন্দ্র রয়েছে। আগামী ১০০ দিনের পরিকল্পনায় আরও ৭টি জেনেরিক মেডিসিনের সেন্টার স্থাপন করার পরিকল্পনা রয়েছে। এ প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, হাসপাতালগুলিতে আরও বেশি জেনেরিক মেডিসিন সেন্টার স্থাপন করার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। হাসপাতালের ডাক্তাররা যাতে রোগীদের জেনেরিক ঔষধ প্রেসক্রাইব করে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

পর্যালোচনা সভায় মুখ্যমন্ত্রী ছাড়াও মুখ্যমন্ত্রীর প্রধান সচিব কুমার অলক, কৃষি দপ্তরের প্রধান সচিব ইউ ভেঙ্কটেশ্বরালু, জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের মিশন অধিকর্তা ডা: শৈলেশ যাদব, মেডিক্যাল এডুকেশনের অধিকর্তা চিন্ময় বিশ্বাস, স্বাস্থ্য অধিকর্তা জে কে দেববর্মা প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

*****